মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ঝাড়ু হাতে বিএনপির নেতাকর্মীরা

হাসপাতালের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে ঝাড়ু হাতে মাঠে নেমেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। শুক্রবার (২৩ অক্টোবর) সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায় মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে সকালে হাসপাতালের নতুন ভবনের সামনে থেকে এ অভিযান শুরু হয়। পরে হাসপাতাল চত্বর, বিভিন্ন ওয়ার্ড ও বারান্দায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালান নেতাকর্মীরা।

কর্মসূচিতে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ আহমেদ, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা বিএনপি এবং দলটির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও অংশ নেন।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান জানান, হাসপাতালের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মুজিবনগরে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন

‘দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৬’ কর্মসূচি উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে প্রচার অভিযান, আলোচনা সভা ও সচেতনতামূলক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১২ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টায় উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রথমে প্রচার-পূর্ব আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও রুপায়ন দেব।

সভায় নির্বাহী অফিসার বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উদ্বোধনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৬ কর্মসূচি শুরু হবে। এ উপলক্ষে সকাল ৯টায় ঝিকরগাছা উপজেলা পরিষদ কনফারেন্স রুমে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্প্রচারের আয়োজন করা হয়।প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধন শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা:আসাদুজ্জামান, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্য (তদন্ত) সেলিম রেজা, উপজেলা কৃষি অফিসার আব্দুল মোমিন, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুনসি ওমর ফারুক প্রিন্স, সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান, উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মনিরুজ্জামানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা।

অংশগ্রহণকারীরা ডেঙ্গু প্রতিরোধে জমে থাকা পানি অপসারণ, মশার প্রজননস্থল ধ্বংস এবং নিজ নিজ বাড়ি ও আশপাশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বান জানান।

এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার রূপায়ণ দেব বলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে সম্মিলিতভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি জনসচেতনতা ও সবার সম্মিলিত অংশগ্রহণই সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

তাই প্রত্যেক নাগরিককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে ডেঙ্গুমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে এগিয়ে আসতে হবে।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান

আলমডাঙ্গা পৌর সভার উদ্যোগে শহরের বিভিন্ন স্থানে মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ১১টায় এই অভিযান পরিচালিত হয়। পৌর প্রশাসকের আয়োজনে পৌরসভা কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন।

অভিযানের সময় শহরের রাস্তা, ড্রেন ও নালা পরিস্কার রাখা হয়েছে এবং মশার বংশবিস্তার রোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসচেতনতা মূলক প্রচারণা চালানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক পান্না আকতার বলেন, “শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং মশা বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। নাগরিকদের সচেতন হতে হবে এবং নোংরা আবর্জনা স্তূপ না বানিয়ে নিজ নিজ জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।”

অভিযানে অংশ নেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শারমিন আক্তার। তিনি বলেন, “মশা বাহিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে আবর্জনা স্তূপ ও নোংরা পানির জমার জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যাতে মশা ডিম পাড়তে না পারে, সে বিষয়ে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে।”

মেহেরপুরে সাপ্তাহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন

ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে মেহেরপুরে সাপ্তাহিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার সকালে মেহেরপুর শহরের পৌর কমিউনিটি সেন্টার থেকে এ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।

উদ্বোধনকালে জেলা প্রশাসক বলেন, ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোনো বিকল্প নেই। মশার প্রজননস্থল ধ্বংস এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে সবাইকে সচেতন হতে হবে। তিনি সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকেও এ ধরনের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাইদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খাইরুল ইসলামসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।

উদ্বোধনের পর শহরের বিভিন্ন এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

ছয় মাসের মধ্যে অপারেশন থিয়েটার চালু করা হবে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট রুহুল আমীনের নেতৃত্বে দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক ব্যতিক্রমধর্মী পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভেতর ও বাইরের বিভিন্ন স্থানে এ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় সংসদ সদস্যসহ দলীয় নেতাকর্মীরা নিজ হাতে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড, চত্বর ও আশপাশের এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন।

পরিচ্ছন্নতা অভিযান শেষে এমপি রুহুল আমীন বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আমরা নিজের হাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করেছি। হাসপাতালের ভেতর ও বাইরে সব জায়গায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এখানে নতুন আটজন চিকিৎসক যোগদান করেছেন, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক খবর। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁদের মাধ্যমে এলাকাবাসী আরও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পাবেন।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের আগে যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এখনও সে কথাই বলছি আগামী ছয় মাসের মধ্যে এখানে অপারেশন থিয়েটার চালু করা হবে, ইনশাআল্লাহ। হাসপাতালটিতে চোখের রোগীদের দেখার ব্যবস্থা রয়েছে, যা একটি ইতিবাচক দিক। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও এখানে পাওয়া যাচ্ছে। ইনডোর রোগীরা চিকিৎসাসেবা পাচ্ছেন।

সরকারি হাসপাতালের প্রতি জনগণকে আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সরকারি হাসপাতালের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব। এখানে অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, সেদিকে আমরা গুরুত্ব দেব। সবাই মিলে আমরা এই হাসপাতালটিকে এলাকার স্বাস্থ্যসেবার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. ফাহমিদা আক্তার রুনা, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর আজিজুর রহমান, উপজেলা জামায়াতের আমীর নায়েব আলী, সেক্রেটারি জেনারেল আবেদ উদ দৌলা টিটন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর আবুল কাশেমসহ উপজেলা জামায়াতের নেতাকর্মী, জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় ও বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শুরু হলো পরিচ্ছন্নতা অভিযান

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে শুরু হলো পরিচ্ছন্নতা অভিযান।

আজ সোমবার সকালে মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা নিজ হাতে ঝাড়ু দিয়ে নর্দমা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন স্থান পরিষ্কার করে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। জামায়াতে ইসলামির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পরিচালিত পরিচ্ছন্নতা অভিযানে তাঁর সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর আহসানুল হক, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. আলম হুসাইন, উপজেলা সাবেক সেক্রেটারী মোঃ শফিকুল ইসলাম, পৌর বায়তুলমাল সম্পাদক জিল্লুর রহমান, উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি আবু সায়েম, পৌর যুব বিভাগের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সেক্রেটারি রওশন মাহমুদ সাবেক কাউন্সিলর আলমগীর হোসেনসহ জামায়াত ও শিবিরের প্রায় ৫০ জন নেতাকর্মী।

পরিচ্ছন্নতা অভিযানে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল আজিজ, মেডিকেল অফিসার ও সেবিকারাও উদ্যোগটিকে স্বাগত জানান।

নবনির্বাচিত এমপি নাজমুল হুদা বলেন, “আমরা একটি পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত শহর গড়ে তুলতেই এই অভিযান শুরু করেছি। এটি কোনো একদিনের কর্মসূচি নয়—নিয়মিতভাবেই এই কার্যক্রম চলবে।”

আলমডাঙ্গা পৌরসভার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে ইউনও

আলমডাঙ্গা পৌরসভাকে মডেল পৌরসভা বিনির্মাণে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে সরাসরি ভূমিকা রাখছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আকতার।

আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার অন্যতম দর্শনীয় স্থান আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধণ কার্যক্রম সরজমিনে পরিদর্শন করেছেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার সুযোগ্য প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট জনাবা পান্না আক্তার।

পরিদর্শনকালে তিনি স্টেশন চত্বরের সার্বিক পরিবেশ, যাত্রীদের চলাচলের সুবিধা, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার বর্তমান অবস্থা এবং চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন। এ সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা- কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং জনসাধারণের জন্য স্টেশন এলাকাকে

আরও পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল ও দৃষ্টিনন্দন করে গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ইউএনও পান্না আক্তার বলেন, আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন শুধু একটি যাতায়াত কেন্দ্র নয়, এটি পৌর এলাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান। এখানকার পরিবেশ পরিস্কার ও সুন্দর থাকলে যাত্রীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের কাছেও ইতিবাচক বার্তা পৌঁছাবে। নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা ও সৌন্দর্যবর্ধণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এসময় পৌরসভা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনের মাধ্যমে চলমান কার্যক্রমে আরও গতি আসবে এবং আলমডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশন একটি পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক রূপ লাভ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।

আলমডাঙ্গা পৌরসভার পাশাপাশি তদারকিতে ভূমিকা রাখছে আলমডাঙ্গা নাগরিক কমিটি।

নবগঙ্গা নদীর পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছেন ঝিনাইদহের ডিসি

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও নদী পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে ঝিনাইদহের নবগঙ্গা নদীর পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়েছে।

আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে শহরের নবগঙ্গা নদীর ক্যাসেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় ৩ দিন ব্যাপী এই পরিচ্ছন্ন অভিযানের উদ্বোধনে নিজ হাতে পরিস্কার করছেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ। সেসময় আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সাইফুর রহমান, ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রঞ্জন কুমার দাস, উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজী মহসিন উদ্দিন, ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মুন্তাছির রহমান, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি আসিফ ইকবাল মাখন, সাধারণ সম্পাদক আমিনুল

ইসলাম লিটনসহ অন্যান্যরা।

জেলা প্রশাসন ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের আয়োজনে এ অভিযান চলবে আগামী ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত। শহরের পাশে ক্যাসেল ব্রিজ ত্রিমোহনা থেকে চাকলাপাড়া ব্রীজ পর্যন্ত নদীর দুই পাড় পরিস্কার, কচুরিপানা অপসারণ করা হবে বলে জানিয়েছেন আয়োজকরা।

ঝিনাইদহে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান

পরিচ্ছন্ন জেলা গড়তে এবং জনদুর্ভোগ কমাতে ঝিনাইদহে মহাসড়কের পাশের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) সকাল ১০টায় জেলা শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ অভিযানের উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহে স্থানীয়র সরকারের উপ-পরিচালক রথীন্দ্রনাথ রায়।

জেলা প্রশাসন ও সড়ক বিভাগের উদ্যোগে স্কাউটের সহযোগীতায় শহরের চুয়াডাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে আরাপপুর জামতলা হয়ে আরাপপুর মোড়, পাগলা কানাই সড়ক, চুয়াডাঙ্গা সড়কসহ শহরের বিভিন্ন স্থানে পরিচ্ছন্ন অভিযান করা হয়। এ সময় মহাসড়কের পাশে থাকা কাঠের গুড়ির ভাগাড়, বালুর স্তুপ সহ অস্থায়ী অবকাঠামো অপসারণ করা হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের বিভাগের উপপরিচালক রথীন্দ্র নাথ রায় বলেন, জনভোগান্তি নিরসন ও পরিচ্ছন্ন জেলা গড়তে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। সড়ক-মহাসড়কের পাশে কোন অবৈধ স্থাপনা ও সামগ্রী রাখা থেকে জনগনকে বিরত থাকতে হবে। শহরটি সবার, সবাই মিলে শহরকে সুন্দর রাখার চেষ্টা করা উচিত।

ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্নতা ও পলিথিন নিষিদ্ধের অভিযান

জুলাইয়ের চেতনাতে জাগ্রত করে তুলতে ঝিনাইদহে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও পলিথিন নিষিদ্ধ অভিযান শুরু করেছে শিক্ষার্থীরা।

সোমবার সকালে শহরের দেবদারু এভিনিউতে এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হয়। এতে অংশ নেয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৫ জন শিক্ষার্থী। ঝাড়ু, বেলচা, কোদাল হাতে নিয়ে বিভিন্ন সড়ক, বসার স্থান ও স্থাপনা পরিস্কার করে তারা।

পরিচ্ছন্ন অভিযানের নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থী ইলমা খাতুন জানায়, শিক্ষার্থীরা জানায়, জেলা পরিষদের সহযোগীতায় তারা ‘স্বচ্ছ শহর সজাগ ইতিহাস’ কর্মসূচীর উপর কাজ করছে। আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত চলবে এই কর্মসূচী। এতে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ণ সড়ক, স্থাপনা, স্থান পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে। পাশাপাশি পলিথিনের ব্যবহার বন্ধে সকলকে আহ্বান জানানো হবে। পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ বলে জানান আয়োজকরা।

শিক্ষার্থী ইলমা বলেন, “পরিবেশ রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। আমরা উদ্যোগ নিয়েছি যাতে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হয়। পরিচ্ছন্ন শহর গড়ে তোলার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে।” এই কর্মসূচির মাধ্যমে শুধু শহর পরিস্কার নয়, বরং পরিবেশ সচেতনতা ও নাগরিক দায়িত্ববোধের বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই।